

## সাংগঠনিক উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন

### প্রধান প্রধান শিক্ষণীয় দিকসমূহ

এই শীটে যে শিক্ষণীয় দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে তার প্রাথমিক উৎস হচ্ছে ডিফআইডি বাংলাদেশের রুরাল লাইভলিহুড প্রোগ্রামের অন্তর্ভুক্ত প্রজেক্ট সমূহ এই শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রত্যেকটি যথার্থ প্রমাণ সাপেক্ষে গড়ে উঠেছে আর এই প্রমাণের ভিত্তি হচ্ছে রুরাল লাইভলিহুড ইন্সলুশন পার্টনারশীপ (আরএলপি) পরিচালিত রুরাল লাইভলিহুড প্রজেক্টের ইন্সলুশন কর্মকাণ্ড থিম্যাটিক লেসন পেপারের (টিএলপি) পূর্ণাঙ্গ কপিটি পাওয়া যাবে আরএলপি থেকে

টিএলপি সেই পাঠকের উদ্দেশ্যই প্রকাশ করা হচ্ছে যারা রুরাল লাইভলিহুড সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও প্রোগ্রামের পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত অথবা কোন না কোন ভাবে এ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রভাবিত করছেন ভবিষ্যতে তাদের আরো সুষ্ঠু সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে এমন তথ্য উপস্থাপন করাই টিএলপি'র উদ্দেশ্য

টিএলপি সিরিজরুরাল লাইভলিহুডের অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত একে বিভিন্ন ধর্মের আঙ্গিক থেকে দেখার চেষ্টা করছে এই কি-শীটে সাংগঠনিক উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন ধর্মের উপর প্রধান প্রধান শিক্ষণীয় দিকসমূহ ও সামনে এগোনোর কিছু পথ সম্বলিত তথ্য উপস্থাপন করা হলো টিএলপি সিরিজে রুরাল লাইভলিহুডের আরো অনেক ধর্মের উপর তথ্য সম্বলিত কি-শীট পাওয়া যাবে

এটি ডিএফআইডি'র অর্থ সহযোগিতায় পরিচালিত একটি প্রকল্পের প্রকাশন এতে উল্লেখিত মতামত বা বক্তব্য ডিএফআইডি'র নিজস্ব নয়

- ডিএফআইডি অর্থ-সহযোগিতায় পরিচালিত রুরাল লাইভলিহুড প্রোগ্রামের (আরএলপি) প্রকল্পসমূহ আবারও প্রমাণ করলো যে, বিগত দশকগুলোতে যেসব প্রকল্প মূলত অবকাঠামোগত উন্নয়ন (প্রধানতঃ আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ) এবং দক্ষতা বৃদ্ধির কাজ করেছে তাদের পক্ষে কেবলমাত্র এ ধরনের কর্মসূচির মাধ্যমে সরকারের উচ্চমহলে সমর্থন তৈরি করা, কিংবা নীতি-নির্ধারনী প্রক্রিয়াতে অংশ নেওয়া কিংবা নতুন নীতি তৈরি বা নীতি পরিবর্তনে কার্যকরী ভূমিকা রাখা সম্ভব নয় কাজেই শুধুমাত্র এই ধরনের কর্মকৌশল সত্যিকার অর্থে মাইক্রো পর্যায় পলিসি পুনর্গঠনে অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখতে অপারগ
- দৃষ্টিগ্রাহ্য পুঁজি বা সম্পদ (Tangible capital) থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজিতে (Organizational Capital) উন্নয়ন ও স্থানান্তর হওয়ার সুযোগ প্রচলিত অবকাঠামো দ্বারা সমর্থিত নয় এবং দৃষ্টিভঙ্গিগত সীমাবদ্ধতার কারণেও এ বিষয়ে বিকাশের কারণটি সীমিত হয়ে গেছে সাংগঠনিক সঞ্চয়ের মাধ্যমে উন্নয়নের এ ক্ষেত্রে তাই নতুন উদ্যোগ আনা দরকার
- যখন প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কোন সুযোগ সৃষ্টি হয়, তখনই সবচেয়ে ভাল সুযোগ টেকসই প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন এবং সাংগঠনিক পরিবর্তনের দিকে কাজ করা, এ ক্ষেত্রে: ক) একটি প্রকল্পকে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্ক বা সমন্বয়ের সাথে যুক্ত করা (বিশেষজ্ঞ পুনের মধ্যে রেখে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরি করা এবং তাদের পরিচিতি তৈরির সুযোগ প্রসারিত করা) খ) একজন জাতীয় বিশেষজ্ঞ নিয়োজিত করা যিনি সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও সম্মানিত এবং (যা জাতীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে নতুন প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যবোধ তৈরীতে সহায়ক হবে) গ) প্রোগ্রামের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকবে এমন একটি যোগাযোগ কৌশল (Communication Strategy) যা প্রক্রিয়াটি এগিয়ে নিতে সমর্থন করবে (কিন্তু এটা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে উচ্চাচারের লোক প্রশাসন গত পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে)
- প্রকল্প সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার (De-projectisation) ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পুঁজি তৈরির কৌশল এ বিষয়ক বিস্তারিত পরিকল্পনা স্থানীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে অনেক সাহায্য করতে পারে বিশেষতঃ যা একটি সংস্থার এবং সংস্থার সম্পদের পুনঃ কেন্দ্রীভূতকরণে সহায়তা করে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হলে তা বিশেষধর্মী চিন্তা করার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে, কৌশল ও পরিকল্পনার প্রক্রিয়ায় উৎসাহ দেয় এবং নিজেদের কাজের স্বত্বাধিকারীত্ব তৈরি করে
- নীতি তৈরিতে যেহেতু বেশীর ভাগ সংস্থারই বিশেষজ্ঞ ঘাটতি রয়েছে এবং রাতারাতি তাদের পক্ষে ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়, সেহেতু তাদের উচিত কৌশল জাতীয় গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রকল্পের শুরু থেকেই নিজেদের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করা; উদাহরণস্বরূপ: বিআইডিএস, সিপিডি ইত্যাদি অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, সেই সমস্ত প্রকল্পই দ্রুত এবং সুষ্ঠুভাবে তাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করছে কারণ জাতীয় বিশেষজ্ঞরা প্রভাবশালী, সম্মানিত এবং সমাজের সর্বস্তরে গ্রহণযোগ্য
- দাতা এবং তাদের অর্থায়িত প্রকল্পসমূহকে নীতি-নির্ধারনী বিষয়ে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে যাতে তারা সরকারের নীতি-নির্ধারনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে একই গতিতে অগ্রসর হতে পারে সরকারের কাছ থেকে যখন পুনর্গঠনের অনুরোধ আসবে তখন সাথে সাথে ফল আসবে দাতাদের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ হল 'জানাল' বন্ধ হওয়ার পূর্বে দ্রুত উত্তর দেওয়ার পথ খুঁজে বের করা আরএলপি থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, প্রকল্পের এবং প্রোগ্রামের অবশ্যই অন-আনুষ্ঠানিকতার (flexibility) বিষয়টি বিবেচনা রাখতে হবে নীতি-নির্ধারনী ইস্যুতে যাবতীয় উত্তর দেবার জন্য
- নীতি-নির্ধারনে প্রভাব অধিকতর সাফল্যমন্ডিত হবে যদি একটি বিশদ যোগাযোগ কৌশল (Communication Strategy) প্রোগ্রামের প্রথম থেকে সংযুক্ত হয় প্রকল্পের আওতায় "ভাল প্র্যাকটিস" গড়ে তোলার প্রচেষ্টা থাকতে হবে আর এসব ভাল প্র্যাকটিসের ঘটনাসমূহ তুলে ধরার জন্য চাই ভালো যোগাযোগ কৌশল নীতি নির্ধারকদের কাছে কিভাবে এই বিষয়গুলো ভালোভাবে উপস্থাপন করা যায় সে ক্ষেত্রে আরো মনোনিবেশ করতে হবে যোগাযোগের উপায় বের করার ক্ষেত্রে আরও মনোনিবেশ করতে হবে
- উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তসমূহে এবং নীতি নির্ধারকদের কাছে দৃষ্টিগ্রাহ্য পুঁজি বা সম্পদ তৈরির বিষয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে কিন্তু উচ্চব্যয়ের জায়গায় মূল্যের ভারসাম্য রক্ষা করে এটা কতখানি নীতি পরিবর্তনে প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে ধারণাটি এখনও অনুপস্থিত
- যদি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে একটি পুনর্গঠন প্রক্রিয়া চালু থাকে, তবে অন্য সকল পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে মানব সম্পদ পুনর্গঠনের কাজটি সবচেয়ে সহজ ভাবে করা সম্ভব কারণ অনেক ডিপার্টমেন্টেরই আছে এর জন্য প্রয়োজনীয় HRM/D বিশেষজ্ঞ, সুযোগ সুবিধা, resource persons (Technical Training এর জন্য) এবং ট্রেনিং এর সরঞ্জামাদি এর ফল সুদূরপ্রসারি কারণ উন্নত মানব সম্পদের পক্ষেই সম্ভব পুনর্গঠনের অন্যান্য প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু মোকাবেলা করা
- সব আরএলপি প্রকল্পসমূহ সফলতার সাথে বাস্তব ও মাঠ পর্যায়ে দেখাতে সক্ষম হয়েছে যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি এবং ব্যবস্থাপনার অবকাঠামো উন্নত এবং অন্যরকম করা যায় শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক প্রকল্পের কাঠামো এবং প্রকল্পের সময়কালের মধ্যে বাস্তবে, প্রতিষ্ঠানের প্রেক্ষিতে সাংস্কৃতিক পুনর্গঠন (যা ব্যবস্থাপনার অবকাঠামোর উপর প্রভাব ফেলবে) সম্ভব করতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ও সময়ের প্রয়োজন
- টেকসই গ্রামীণ জীবনযাত্রা উন্নয়নের ক্ষেত্রে সে সমস্ত প্রকল্প বিশেষ প্রভাব ফেলতে পেরেছে যারা ভাল সেবা দাবীর উদ্দেশ্যে গ্রীষ্ম লোকদের ক্ষমতায়নের চেষ্টা করেছে বিশেষ করে যখন তারা স্থানীয় সুশীল সমাজকে শক্তিশালী এবং এগিয়ে আসতে সাহায্য করে এক্ষেত্রে কৃষি দিয়ে আরম্ভ করা যায় কারণ দেখা গেছে আত্ম-স্বাবলম্বী গ্রুপগুলোর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

### ডিএফআইডি'র রুরাল লাইভলিহুডস প্রোগ্রাম (আরএলপি) এর ৮ টি প্রজেক্ট:

- (১) ফিশারী ট্রেনিং এ্যান্ড এ্যাক্সেসন প্রজেক্ট-২ (এফটিইপি ২) (২) এগ্রিকালচার সার্ভিসেস ইনোভেশন রিফর্ম প্রজেক্ট (এএসআইআরপি) (৩) রিসার্চ এ্যান্ড এ্যাক্সেসন ইন ফার্ম পাওয়ার ইম্যুস (রেফপি) (৪) পোভার্টি ইলিমিনেশন প্রো রাইস রিসার্চ এ্যাসিস্টেন্স (পেটরা) (৫) সাপোর্ট ফর ইউনিভার্সিটি ফিশারী এডুকেশন এ্যান্ড রিসার্চ (সুফার) (৬) ফেখা ফিশারী প্রজেক্ট (এফএফপি) (৭) কেয়ার রুরাল লাইভলিহুডস প্রোগ্রাম (কেয়ার আরএলপি) (৮) কমিউনিটি বেসড ফিশারী ম্যানেজমেন্ট (সিবিএফএম২)

## সামনে এগোনার পথ

১. সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন এবং পরিবর্তন আনতে হলে ন্যূনতম এর জন্য যা প্রয়োজন তা হলো একজন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা, যেটি কর্ম-কৌশলগত পুনঃসংস্কার ও পুনর্গঠন এর নির্দেশনা দেবে। উদাহরণস্বরূপ, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় মৎস্য কমিটি গঠন
২. সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আন্তঃসরকারী নীতি-বিশেষ যনের উদ্দেশ্যে বিশেষ ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যারা নীতি পরিবর্তন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনে জাতীয় কমিটির কর্মসূচীগুলোকে বাস্তবায়ন করবে। এই ইউনিটগুলো গঠন করা হবে মানসম্পন্ন ও দক্ষ আন্তঃসরকারী স্টাফ, জাতীয় নীতি-নির্ধারণী থিংক-ট্যাংক ইউনিট এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশের উচ্চমানসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে, যারা সরকারের বাইরে রয়েছেন। এ ইউনিটগুলোর কার্যক্রমের সাথে উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্ক এবং কৌশলগত গবেষণা আরো বেশি করে সংযুক্ত করতে হবে এবং এসব কার্যক্রমে আরো সহায়তাও বাড়ানো দরকার (উদাহরণস্বরূপ সিপিডি, বিআইডিএস ইত্যাদি)।
৩. সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টগুলোর বিভিন্ন স্তরে কাজ করার নতুন কার্যকর এবং ভালো পথ বের করতে হবে। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন স্তরে প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প অথবা নির্দিষ্ট কোনো প্রোগ্রামের উপাদানসমূহ (বিশেষতঃ একটি বড় প্রোগ্রামের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত) তখনই ভালো কাজ করবে যখন কতগুলো উলে খ্যাগ্যোউপাদান যথাস্থানে থাকবে যেমন, প্রক্রিয়াটির উপর সরকারের স্বত্বাধিকার, দাতাদের সমন্বয়, দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ, প্রাতিষ্ঠানিক গ্রহণযোগ্যতা এবং একটি পরিষ্কার সমন্বিত কৌশল ও পরিকল্পনা যা সমস্ত প্রধান প্রধান স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা উদ্ভাবিত। উদাহরণস্বরূপ, দাতা সংস্থা এবং সরকার সমন্বয়ে গঠিত এমন একটি প্রকল্প (উদাহরণস্বরূপ এলসিডি) যেটি ডিপার্টমেন্টাল পর্যায়ে অবস্থিত থেকেও একটি programme element হিসেবে মাইক্রো-পর্যায়ে পুনর্গঠনের উদ্যোগের পক্ষে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করতে পারে। আরএলপি প্রকল্পগুলো প্রকল্প গ্র্যাণ্ডোর মাধ্যমে ডিপার্টমেন্টাল পর্যায়ে কাজ করার সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা এ দুটি অবস্থার কথাই চিহ্নিত করে।
৪. আরো ব্যাপক বৈশিষ্ট্য (holistic) গ্রহণ করা উচিত, হতে পারে সেটা কেবলমাত্র প্রোগ্রামের মাধ্যমে, Sector Wide Approach (SWAP) অথবা Integrated Agricultural Developmental Programme (IADP) এর মাধ্যমে। এক্ষেত্রে তাকানো উচিত বিগত ২৫ বছরের বড় পার্থক্য সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়াসমূহের পদ্ধতিগুলোর দিকে : ক) প্রশাসনিক পরিবেশের উন্নতি খ) কাঁচামালের সহজলভ্যতা, কৃষি খামারের যন্ত্রাংশ এবং ঋণে অংশগ্রহণ এবং গ) বাজার ব্যবস্থার উন্নতি
৫. পুনর্গঠন এজেন্ডা শুধুমাত্র বিশেষ ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। যারা সাধারণত পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে এবং ধারাবাহিক একটি কর্ম-কৌশল দৃষ্টিভঙ্গি লালন-পালন করে এবং পুনর্গঠন প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করতে ক্ষমতাসম্পন্ন ও সক্ষম লোক প্রশাসনের প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে বুদ্ধিভিত্তিক ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া প্রয়োজন যা মানবসম্পদ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং প্রতিষ্ঠানের নতুন নতুন পদ সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত।
৬. কমিউনিটি ডেভেলোপমেন্টের উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার এবং তৃণমূল প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতায়ন করা যায় বিবেচনাকরণ প্রক্রিয়া শুরু করার মাধ্যমে। যা নিশ্চয়তা দেবে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে যেটা দক্ষতা, জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং সম্পদ সবকিছুর সাথে তাল মিলিয়ে এর শান্তিপূর্ণ ও স্থিরকৃত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী পরিবর্তন সাধন করবে।
৭. সাংগঠনিক উন্নয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন দীর্ঘসময়ের ব্যাপার। এক্ষেত্রে স্বল্পমেয়াদী বা অন্তর্বর্তীকালীন প্রকল্পগুলো শুরু করার শ্রেষ্ঠ উপায় গরীবদের উচ্চতর সেবার দাবী আদায়ের উদ্দেশ্যে একটি ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা। এক্ষেত্রে ক্ষমতায়নে কর্মসূচীর সাথে শ্রমকে এমনভাবে যুক্ত করতে হবে যাতে তারা প্রাথমিকভাবে তাদের একমাত্র সম্পদ শ্রমকে যুক্ত করে ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং শ্রমের বিনিময়ে কোন সুফল আশা করতে পারে। এক্ষেত্রে কেয়ারের সবজি বাগান প্রকল্প একটি যথার্থ উদাহরণ।
৮. প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন এবং সাংগঠনিক উন্নয়নে মনিটরিং ব্যবস্থা উন্নত করা দরকার যাতে করে সার্বিক একটি ফিডব্যাক পদ্ধতি গড়ে তোলা যায়। মনিটরিং ব্যবস্থায় একটি সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে অংশগ্রহণমূলক অবলোকন দৃষ্টিভঙ্গি থাকলে স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে উন্নত তথ্য পাওয়া যায় যার সঙ্গে তৃণমূল পর্যায়ের beneficiaries ক্ষমতায়নের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
৯. আন্তঃ প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়/সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারী সেবা প্রদানের মানোন্নয়ন সম্ভবপূর্ণ হবে। কিন্তু এই সমন্বয় টিকিয়ে রাখার জন্য আরো ভালো পদ্ধতি বের করা প্রয়োজন। আরএলপি প্রোগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে অনেক সময় এক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব রয়েছে বা টাকার ভূমিকা এখানে মুখ্য হয়ে দেখা গেছে। অথচ নিজস্ব তাগিদে এটা হওয়া উচিত ছিল।
১০. দাতা সংস্থাসমূহের উচিত প্রতিনিয়ত তাদের অর্থায়নের চক্রে সমন্বয় সাধন করা এবং প্রয়োজনমত পলিসি প্রায়শি পরিবর্তন করা যেন তারা প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের ধারা সূচনা করতে পারেন। এভাবে তারা পলিসি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে পারেন। এই সকল পরিবর্তন এবং সমন্বয় মূলতঃ সরকারের বিভিন্ন স্তর এবং পলিসি স্টেকহোল্ডারদের মাধ্যমে রেখেই করা উচিত।
১১. যে কোন প্রকল্প বা কর্মসূচীর অন্যতম কাজ হবে স্থানীয় সরকারের সমর্থন ও সহযোগিতা করা। কিন্তু গরীবদের সুবিধা প্রদানের কোন কাজই দীর্ঘস্থায়ী হবে না যদি না স্থানীয় প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার ব্যবস্থা থাকে। যে সমস্ত দেশে স্থল ও জল সম্পদ হুমকির সম্মুখীন, সেখানে পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, নিয়মিত গবেষণা, ও ব্যবস্থাপনার নানা বিষয়ের দেখাশুনার দিকটি শুধুমাত্র পৃথকভাবে স্থানীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। এইক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা সুনির্দিষ্ট হওয়া দরকার (বিশেষভাবে কৌশলগত পরিকল্পনা পদ্ধতি মাধ্যমে)। এক্ষেত্রে সাপোর্ট প্রদানের সময় বিশেষ সতর্কতা রক্ষা করা দরকার যাতে সরকারের বিভিন্ন সেক্টরে এই সুবিধা পৌঁছে এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধরনের অদক্ষতা কমানো সম্ভব হয়।

এখানে উল্লেখিত শিক্ষণীয় দিকগুলো সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানা যাবে টিএলপি সিরিজ-১ এর অন্তর্ভুক্ত সাংগঠনিক উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের পূর্ণাঙ্গ ইস্যুটিতে। এটি পাওয়া যাবে [www.icgbladesh.org/rlep](http://www.icgbladesh.org/rlep).

### Further Reading

- Keeley, J. E. (2001):** Influencing policy processes for Sustainable Livelihoods strategies for change. Lessons for change in Policy and Organisations. No.2.
- Muir, J. [Eds. (2003)]:** Theme Studies: Institutional Frameworks. Legal and Regulatory Frameworks, Policy Framework, Economic Performance, Livelihoods, Social Development and Environment. Fisheries Sector Review and Future Development Study in collaboration with DANIDA, DFID and USAID. The Future for Fisheries. June 2003. Dhaka, Bangladesh.
- RLEP (2003-2004):** End of Project Reports of FTEP II, ASIRP, REFPI and Output to Purpose Reports of CBFM2, PETTRA, SUFER, CARE RLP and Aide Memoir of FFP. Dhaka, Bangladesh. (accessible at RLEP shared learning site: Rural Livelihoods Exchange).